বাংলা ভাষারীতি

Course: Functional Bangla

Motasim Billah

বাংলা ভাষা

লৈখিক

- সাধু (সর্বজনস্বীকৃত লেখ্য রূপ)
- চলিত (সর্বজনস্বীকৃত আদর্শ চলিত রূপ)

মৌখিক

- চলিত (সর্বজনস্বীকৃত আদর্শ চলিত রূপ)
- আঞ্চলিক / উপভাষা

উপভাষা/ আঞ্চলিক ভাষা

- উপভাষা/ আঞ্চলিক ভাষা: বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের জনগণ নিজ নিজ অঞ্চলের ভাষায় কথা বলে, এসব ভাষাকে আঞ্চলিক ভাষা/ উপভাষা বলে।
- চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহীসহ বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলের স্বতন্ত্র আঞ্চলিক ভাষা রয়েছে।
- পৃথিবীর সব ভাষায়ই উপভাষা রয়েছে।
- অঞ্চলভেদে উপভাষার যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।
- এক অঞ্চলের ভাষা অন্য অঞ্চলের লোকের কাছে দুর্বোধ্য।

সাধু ভাষা/ রীতি

- পৃথিবীর প্রায় সব ভাষারই লেখ্য ও কথ্যরূপ রয়েছে।
- বাংলা ভাষার লেখ্যরীতি হিসেবে সাধু এবং কথ্যরূপ হিসেবে চলিত রীতির উদ্ভব হয়েছে।
- বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ, ক্রিয়া ও সর্বনামের পূর্ণরূপ ব্যহবার এবং কিছু ব্যাকরণসিদ্ধ উপাদান ব্যবহার করে ইংরেজি সাহিত্যের পদবিন্যাস প্রণালির অনুকরণে পরিকল্পিত যে নতুন সর্বজনীন গদ্যরীতি বাংলা সাহিত্যে প্রবর্তিত হয়েছে।
- সাধারণত গদ্য সাহিত্যে ব্যবহৃত বাংলা ভাষাকে সাধু ভাষা বলে (ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়)।
- গদ্য-লেখায়, চিঠি-পত্র এবং সরকারি কাজকর্মেও এই ভাষার প্রায়শ ব্যবহার হতো। বর্তমানে দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং সাহিত্যে এ ভাষার প্রয়োগ নেই বললেই চলে।
- ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্গিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাধু ভাষায় গদ্য লিখতেন।

উদাহরণ: এই পরম রমণীয় স্থানে কিয়ৎক্ষণ সঞ্চরণ করিয়া, রাজকুমার অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সমীপবর্তী বকুলবৃক্ষের স্কন্ধে অবশ্বন্ধন ও সরোবরে অবগাহনপূর্বক, স্নান করিলেন।

চলিত ভাষা

- তদ্ভব শব্দ, ক্রিয়া ও সর্বনামের সংক্ষিপ্ত রূপ এবং লেখকের মনোভাব অনুযায়ী পদবিন্যাস প্রাণালির ব্যবহার সহ সর্বজনীন সাহিত্যিক গদ্যরীতি মুখের ভাষার আদলে গড়ে উঠেছে।
- দেশের শিক্ষিত ও পন্ডিতসমাজ একটি আদর্শ ভাষা ব্যবহার করেন, এ আদর্শ ভাষাতেই পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও ভাবের আদান-প্রদান করে থাকেন। বিশিষ্টজনদের ব্যবহৃত এই ভাষাই আদর্শ চলিত ভাষা।

উদাহরণ: মেয়ের বয়স অবৈধ রকমের বেড়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তার চেয়ে কিঞ্চিৎ উপরে আছে সে জন্যই তাড়া।

- প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ চলিত গদ্যের সার্থক রূপকার।

সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য

সাধু রীতি

- সুনির্ধারিত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে, পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট।
- গুরুগম্ভীর ও তৎসম শব্দবহুল
- নাটকের সংলাপের জন্য অনুপযোগী
- সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ এক বিশেষ গঠনপদ্ধতি মেনে চলে

চলিত রীতি

- চলিত রীতি পরিবর্তনশীল
- তদ্ভব শব্দবহুল
- সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য
- বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা ও নাট্যসংলাপের জন্য বেশি উপযোগী
- সর্বনাম ও ক্রিয়াপদে পরিবর্তিত ও সংক্ষিপ্ত রূপে ব্যবহৃত হয়।

পদ	সাধু	চলিত
বিশেষ্য	মস্তক	মাথা
বিশেষ্য	জুতা	জুতো
বিশেষ্য	তুলা	তুলো
বিশেষণ	শুষ্ক/শুকনা	শুকনো
বিশেষণ	বন্য	বুনো
সর্বনাম	তাঁহারা/উঁহারা	তাঁরা/ওঁরা
সর্বনাম	তাহাকে/উহাকে	তাকে/ওকে
সর্বনাম	তাহার/তাঁহার	তার/তাঁর
ক্রিয়া	করিবার	করবার/করার
ক্রিয়া	পাইয়াছিলেন	পেয়েছিলেন
ক্রিয়া	হইলেন	হলেন
ক্রিয়া	আসিয়া	এসে
ক্রিয়া	হইল	হল/হলো
ক্রিয়া	দেখিয়া	দেখে
ক্রিয়া	করিলেন	করলেন
ক্রিয়া	দেন নাই	দেননি
ক্রিয়া	পার হইয়া	পেরিয়ে
ক্রিয়া	পড়িল	পড়ল/পড়লো

গুরুচন্ডালী দোষ

- বাংলা ভাষার দুটি রূপ, সাধু ও চলিত রূপ। উভয় রীতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।
- একই রচনায় সাধু ও চলিত ভাষার সংমিশ্রণ অসংগত ও অশুদ্ধ।
- একই রচনায় উভয়রূপের সংমিশ্রণকে কিংবা প্রয়োগকে গুরুচন্ডালী দোষ বলে।
- সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণের ফলে ভাষা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট হরিয়ে কলুষিত হয়ে পড়ে।
- উভয়রীতির মিশ্রণ পরিহার করা অবশ্যই কর্তব্য।

ধন্যবাদ